দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... ১০ জুন ২০০৯
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২

ইংরেজী শিক্ষা একাডেমী প্রসঙ্গে

শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্তরে দক্ষ ইংরেজী শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য ইংরেজী শিক্ষা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে গত ২৮ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ইংরেজীতে পারদর্শী করে তোলাই এ সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য। সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত ইতিবাচক ও প্রয়োজনীয়। ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার কমার কারণ হিসেবে শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ও অংক বিষয়ে দুর্বলতাকে বিশেষভাবে দায়ী করা হয়েছে। শুধু এ বছরই নয়, অতীতেও এ দুটি বিষয়ে দুর্বলতার কারণে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য হতে দেখা গেছে। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী ও অংক শিক্ষা যথাযথ মানসম্পন্ন নয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ দক্ষ শিক্ষকের অভাব। মাধ্যমিক স্তরের বিপুলসংখ্যক স্কুলে ইংরেজী ও অংক বিষয়ে দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষক নেই। শহরের চেয়ে গ্রামের স্কুলগুলোতে দক্ষ-অভিজ্ঞ ইংরেজী ও অংক শিক্ষকের অভাব তুলনামূলকভাবে বেশী। শহর ও গ্রামের স্কুলগুলোর মধ্যে পাসের হারের ব্যবধানের এটা অন্যতম কারণ। ইংরেজী ও অংকের শিক্ষক পাওয়া যায় না। ফলে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের দিয়ে এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠদান করা হয়। ঠেকার কাজ চালানোর এই বাস্তবতা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য। এক খবরে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনস্থ ৯২৪টি স্কুলের মধ্যে ৫৫০টিতেই ইংরেজী ও অংকের শিক্ষক নেই। এছাড়া এক-তৃতীয়াংশ স্কুলে শূন্য রয়েছে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ। কেবল চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনস্ত স্কুলগুলোতেই নয়, অন্যান্য বোর্ডের অধীনস্ত স্কুলগুলোতেও কম-বেশী একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। দেশের মাদ্রাসাগুলোতে ইংরেজী ও অংক শিক্ষকের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ও অংক বিষয়ে পারদর্শী করে তোলা এক অসম্ভব ব্যাপার। দক্ষ-প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ এবং বিষয় দু'টির ওপর আলাদা গুরুত্ব প্রদান ছাড়া এ অবস্থার শুভ পরিবর্তনের কোনো আশা নেই।

এই প্রেক্ষাপটে ইংরেজী শিক্ষা একাডেমী প্রতিষ্ঠা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। ইংরেজী এক নম্বর গ্লোবাল ভাষা। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজীর এখনও কোনো বিকল্প নেই। বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকের একটা বিরাট অংশই ইংরেজীতে রচিত। এসব বিষয়ে পড়াশুনা করতে হলে ইংরেজীতে পারদর্শী হওয়া একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের দিক থেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর কোনো বিকল্প নেই। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার দক্ষ, আধাদক্ষ, অদক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী চাকরি নিয়ে বিদেশে যায়। বিদেশে গিয়ে তারা প্রথমেই ভাষা সমস্যার মুখে পড়ে। বিশ্বের সবদেশেই কম-বেশী ইংরেজীর চল রয়েছে। এই ভাষাটি তাদের ভালোভাবে রপ্ত করিয়ে দিতে পারলে সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। বর্তমান যুগকে প্রধানত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা সহজ করে তুলতে হলে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও চর্চার আবশ্যকতা প্রশ্নাতীত। বিশ্বজুড়ে আইটি ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে ইংরেজীকে উপেক্ষা করার অর্থ পিছিয়ে থাকা। আমাদের দেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে গ্রামাঞ্চলেও কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়ছে। এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত সুফল পেতে ইংরেজী জানা বাধ্যতামূলক। প্রযুক্তির প্রধান ভাষাও ইংরেজী। এসব দিকের বিবেচনায় ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও এ ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। উল্লেখ করা যেতে পরে, প্রতিবেশী ভারত ইংরেজী শিক্ষার ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে জনশক্তি রপ্তানী, আইটি শিক্ষার বিকাশ ও এ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। অন্যান্য দেশও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও চর্চাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং প্রত্যাশিত সুফলও পাচ্ছে। সঙ্গতকারণেই বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও চর্চার প্রসার ঘটাতে হলে প্রশিক্ষিত ইংরেজী শিক্ষক সৃষ্টি করতে হবে এবং শুধু মাধ্যমিক স্তরে নয়, প্রাথমিক, ইবতেদায়ীসহ অন্যান্য স্তরেও তাদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী স্তরে ইংরেজীতে কাঁচা থাকলে মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরে শিক্ষার্থীদের পারদর্শী করে তোলা সহজ হবে না। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের স্তরে এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরেও এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে এই ভাষা শিক্ষা ও চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এজন্য প্রস্তাবিত ইংরেজী শিক্ষা একাডেমীকে যথাযথ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং অন্তত প্রতি জেলায় একটি করে একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অনুরূপভাবে অংকের শিক্ষক সৃষ্টির জন্যও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। উপযুক্ত ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান দেয়া সম্ভব নয়। এ দু'টি বিষয়ে শিক্ষণ প্রশিক্ষণের জন্য মেধাবীদের আকর্ষণ করতে হবে। চাকরির নিশ্চয়তা ও উচ্চ বেতন-ভাতা দেয়া হলে মেধাবীরা এদিকে এগিয়ে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। শিক্ষকদের জন্য উচ্চ বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি উত্তম বিনিয়োগ। এ ব্যাপারে কার্পণ্য করার কোনো অবকাশ নেই। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রিটেনসহ বিভিন্ন দেশ সহযোগিতা করে থাকে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল এ ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে। ব্রিটেনসহ দাতা দেশগুলোর বর্ধিত সহযোগিতা এ ব্যাপারে চাওয়া যেতে পারে। বিষয় হিসেবে অংক চর্চার ক্ষেত্রেও তাদের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। মোট কথা, ইংরেজী-অংকসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যে কোনো মূল্যে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে।